১ সেপ্টেম্বর ২০১৬

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ অগাস্ট ২০১৬

রাজনৈতিক সহিংসতা

গুম

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

অমানবিক আচরণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব

নারায়ণগঞ্জ অভিযানে তিন সন্দেহভাজন 'চরমপন্থী' নিহত

কারাগারে মৃত্যু

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

সংবাদ মাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং সভা-সমাবেশে বাধা

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি অব্যাহত

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন

নারীর প্রতি সহিংসতা

অধিকারের কর্মকাণ্ডে বাধা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প

নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ‘ব্যক্তি’কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৬ সালের অগাস্ট মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-অগাস্ট ২০১৬*										
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	অগাস্ট	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	৬	১০	১১	৭	৩	২৫	১৩	১৭	৯২
	গুলিতে নিহত	২	০	০	৪	০	০	০	০	৬
	নির্যাতনে মৃত্যু	১	২	০	০	২	১	১	১	৮
	পিটিয়ে হত্যা	০	০	০	০	০	০	১	১	২
	মোট	৯	১২	১১	১১	৫	২৬	১৫	১৯	১০৮
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি		২	০	২	৩	০	০	৬	২	১৫
গুম		৬	১	৯	১০	১৩	১২	৪	৫	৬০
কারাগারে মৃত্যু		৮	৩	৪	৫	৯	৫	৫	২	৪১
ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	৩	১	১	২	৪	৪	৪	২	২১
	বাংলাদেশী আহত	৪	৪	০	২	৩	৪	১	৭	২৫
	বাংলাদেশী অপহৃত	০	৫	০	২	০	১০	০	০	১৭
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৯	২	৫	৬	৬	৭	৪	৭	৪৬
	লাঞ্ছিত	৯	১	০	০	০	০	২	৩	১৫
রাজনৈতিক সহিংসতা (স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সহিংসতাও এতে অর্ন্তভুক্ত)	নিহত	৬	৫	৫০	৩৩	৫৩	২৮	১৪	২	১৯১
	আহত	৪২৯	৫৬৬	২২৬৩	১৩৮১	১৬০৮	১০০১	৪৬২	২৬২	৭৯৭২
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা		২২	১৯	১৫	১৬	১২	২০	২০	২১	১৪৫
ধর্ষণ		৫৯	৫৭	৬০	৭৭	৭১	৫২	৭২	৪৩	৪৯১
যৌন হয়রানীর শিকার		২৭	২৩	২০	২৬	১৬	২০	১৮	১২	১৬২
এসিড সহিংসতা		৪	৪	৩	৪	৪	১	২	৪	২৬
গণপিটুনীতে মৃত্যু		২	১১	৫	৬	৩	৭	২	২	৩৮
তৈরি পোশাক শিল্প	কারখানায় আগুনে পুড়ে নিহত	০	০	০	০	৩	০	০	০	৩
	বিক্ষোভের সময়/ কারখানায় আগুনে পুড়ে আহত	২৫	৩১	১২	৩৪	১৮	৪৬	২৮	১৭	২১১
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার		১	৪	০	১	১	১	৪	১৫	২৭

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

রাজনৈতিক সহিংসতা

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ২ জন নিহত এবং ২৬২ জন আহত হয়েছেন। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ২০ টি ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১ জন নিহত এবং ১৯৭ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

২. সারাদেশে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে এবং নিজেদের বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে অসংখ্য অন্তর্দলীয় কোন্দলে লিপ্ত হচ্ছে। এরা আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন মারণাস্ত্র বহন করছে এবং হতাহতের ঘটনা ঘটাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের অন্যায় কর্মকান্ডের দায়মুক্তি ব্যাপকভাবে লক্ষ্যনীয়। এই রকম অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে দুটি উল্লেখ করা হলো ঃ

৩. গত ১ অগাস্ট ভোর রাতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে 'শোকের মাস অগাস্ট' উপলক্ষে মোমবাতি প্রজ্বলন করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা। এই সময় শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হল শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একটি অংশ পিস্তল ও দেশীয় অস্ত্রসহ অতর্কিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে প্রবেশ করে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের অপর অংশটি তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালালে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং তারা গুলিবিনিময় করে। এইসময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মার্কেটিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষ প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র এবং কাজী নজরুল ইসলাম হল শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ সাইফুল্লাহ নিহত হন এবং গুলিবিদ্ধ হওয়া ছাড়াও বিভিন্নভাবে অন্য নয় জন আহত হন।[১]

নিহত খালেদ সাইফুল্লাহ, ছবি: প্রথম আলো

৪. গত ১২ অগাস্ট ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিরুলিয়া ইউনিয়নে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিরুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা সাইদুর রহমান সুজনের সমর্থকদের সঙ্গে উপজেলা যুবলীগের সভাপতি সেলিম মণ্ডলের সমর্থকদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া এবং উভয়ের মধ্যে গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। এই সময় সাইদুর রহমান সুজনের সমর্থক ফরিদুল ইসলাম (৩০) গুলিবিদ্ধ হন এবং অন্য ৫ জন আহত হন। [২]

[১] প্রথম আলো ২ অগাস্ট ২০১৬
[২] মানবজমিন ১৩ অগাস্ট ২০১৬

গুম

৫. ২০১৬ সালের অগাস্ট মাসে ৫ জন গুমের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে পরবর্তীতে ১ জনের লাশ পাওয়া গেছে, ১ জনকে পরবর্তীতে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এবং ৩ জনের এখনও পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

৬. গুম হওয়া থেকে সমস্ত ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী 'গুম করা' বলতে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন, সাহায্য অথবা মৌনসম্মতির মাধ্যমে কার্যত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠি কর্তৃক সংঘঠিত গ্রেফতার, বিনা বিচারে আটক, অপহরণ অথবা অন্য যে কোন উপায়ে স্বাধীনতা হরণের ঘটনা অস্বীকার করা অথবা গুম করা ব্যক্তির নিয়তি এবং অবস্থানের তথ্য গোপন করে তাকে আইনি রক্ষাকবচের বাইরে রাখার ঘটনাগুলোকে বোঝায়। গুম বা এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স একটি মানবতাবিরোধী অপরাধ যা আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবেও স্বীকৃত। বাংলাদেশে বর্তমানে যা ঘটছে তা হলো, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিষয়টি অস্বীকার করছে। তুলে নিয়ে যাওয়া অনেক ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা বা কোন কোন ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন পর দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার করার দাবি করা হচ্ছে বা বিভিন্ন মামলায় পরবর্তীতে গ্রেফতার দেখিয়ে থানায় হস্তান্তর করা হচ্ছে এবং গুম হওয়া অনেক ব্যক্তির লাশ পাওয়া যাচ্ছে।[৩] ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশে গুম ভয়াবহ রুপে আবির্ভূত হয়েছে।

৭. গত ৩০ অগাস্ট *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা কর্মসূচী পালনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোর সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপন করেছে। যাঁরা গুমের শিকার হয়েছেন তাঁদের স্মরণ করা এবং তাঁদের ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রতি বছর ৩০ অগাস্টকে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, ১ লা জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ৩১ অগাস্ট ২০১৬ পর্যন্ত *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য মতে ২৯৫ জনকে গুম করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। যাঁদের মধ্যে ৩৮ জনের লাশ পাওয়া গেছে।

গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরনে আন্তর্জাতিক দিবসে ঢাকায় আলোচনা সভা ও গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারবর্গ

[৩] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরনে আন্তর্জাতিক দিবসে আলোচনা সভা, নারায়নগঞ্জ ও পাবনা জেলা

৮. গত ৪ আগস্ট ২০১৬ রাত আনুমানিক ৮:০০ টায় ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার রামচন্দ্রপুর বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে চেরাগের মোড় এলাকা থেকে সাদা পোষাকের লোকেরা হরিণাকুন্ডু উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের ইদ্রিস আলীকে তুলে নিয়ে যায়। এরপর ১২ আগস্ট ২০১৬ সকালে হরিনাকুন্ডুর জোড়াপুকুর এলাকা থেকে ইদ্রিস আলীর লাশ উদ্ধার করা হয়। ইদ্রিস আলী রঘুনাথপুর হোসেন আলী আলিম মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রারের কাজ করতেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে দুই বার রঘুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ইদ্রিস আলীর ভাইয়ের ছেলে ফরহাদ আলী *অধিকার*কে জানান, ৪ আগস্ট সন্ধ্যা আনুমানিক ৭:০০ টায় বাড়ি থেকে রামচন্দ্রপুর বাজারে লন্ড্রীর দোকানে কাপড় দিতে যান ইদ্রিস আলী। রাত আনুমানিক ৮:০০ টায় মোটরসাইকেলে করে ফেরার পথে রামচন্দ্রপুর পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন চেরাগের মোড় এলাকা থেকে পিস্তল ও ওয়্যারলেসধারী ৩/৪ জন লোক তাঁকে তুলে নিয়ে যায় বলে স্থানীয়রা জানান। পরবর্তীতে হরিণাকুন্ড থানা, শৈলকুপা থানা, ঝিনাইদহ র‍্যাব ক্যাম্প, ঝিনাইদহ ডিবি অফিসসহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। ৬ আগস্ট ২০১৬ হরিণাকুন্ডু ও শৈলকুপা থানায় এই ব্যাপারে জিডি করতে গেলেও কোন থানা জিডি গ্রহণ করেনি। উল্টো হরিণাকুন্ডু থানার ওসি মাহাতাব উদ্দিন জিডি করতে যাওয়া ইদ্রিস আলীর ভাইয়ের ছেলে ফরহাদ আলীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তাঁকে থানা থেকে বের করে দেন। এরপর ৯ অগাস্ট ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে ইদ্রিস আলীর সন্ধান দাবি করেন তাঁর পরিবার। ১২ অগাস্ট সকাল আনুমানিক ৬:০০ টায় স্থানীয়দের কাছে তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন জোড়াপুকুর এলাকায় ইদ্রিস আলীর লাশ পড়ে আছে। পুলিশের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় সড়ক দুর্ঘটনায় ইদ্রিস আলীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু লাশ উদ্ধারের পর ইদ্রিস আলীর মৃতদেহের বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতনের চিহ্ন দেখা যায় বলে ফরহাদ আলী জানান। তাঁর দুই হাত এবং দুই পা ভাঙ্গা ছিলো এবং হাত ও পায়ের কয়েকটি রগ কাটা অবস্থায় ছিলো ।[৪]

[৪] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

গুমের শিকার মাদ্রাসার শিক্ষক ইদ্রিস আলী, ছবি: অধিকার

৯. গত ১১ অগাস্ট ঢাকার মিরপুরের টেকনিক্যাল মোড় এলাকা থেকে পুলিশের ভাষ্যমতে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ও ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের অভিযানে আতিকুর রহমান আতিক, আবদুল করিম বুলবুল, আবুল কালাম আজাদ, মোহাম্মদ মতিউর রহমান ও শাহীনুর রহমান হিমেল নামে জেএমবি'র ৫ জন সদস্য গ্রেফতার হয় এবং গ্রেফতারকৃতরা আত্মঘাতী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং হামলা করার প্রস্তুতি নিয়ে ঢাকায় এসেছিল বলে পুলিশ দাবি করে।[৫] কিন্তু গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের কালীনগর এলাকার আবদুল করিম বুলবুল একজন হোমেপ্যাথিক চিকিৎসক বলে তাঁর পরিবার দাবি করেছে। আবদুল করিম বুলবুলের স্ত্রী শামসুন্নাহার বলেন, গত ১৮ এপ্রিল বিকেলে একজন রোগীকে চিকিৎসা দিতে হবে এবং এই ব্যাপারে তাঁর স্বামীকে দরকার বলে দুজন লোক কালীনগর হাটে তাঁর স্বামীর দোকান থেকে মোটর সাইকেলে করে তাঁকে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। এই বিষয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানায় জিডি করতে গেলেও পুলিশ জিডি নেয়নি।[৬]

১০. গুমের ঘটনা অব্যাহত থাকায় *অধিকার* গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং চলতে থাকা এই মারাত্মক অপরাধ বন্ধ করার জন্য ও এর সঙ্গে জড়িতদের আইনানুযায়ী শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য দাবি জানাচ্ছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১১. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে অগাস্ট মাসে ১৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

১২. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। ভিকটিম পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের গুলি করে হত্যা করেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই ঘটনাগুলোকে 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ার' নামে প্রকাশ করছে এবং যা বিভিন্ন প্রশ্নের সৃষ্টি করছে। নিহতদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অপরাধমূলক ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন অভিযুক্ত মূল ব্যক্তিদেরও আইন-আদালতের প্রক্রিয়ায় না এসে 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ার' এর নামে হত্যা করা হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে প্রকৃত সত্য জানার সুযোগ

[৫] মানবজমিন ১৩ অগাস্ট ২০১৬
[৬] প্রথম আলো, ১৪ অগাস্ট ২০১৬

হারিয়ে যাচ্ছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতও ইতিপূর্বে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি রুল জারি করে। তারপরও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয় নাই। বারবার দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবি জানানো হলেও সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অস্বীকার করছে এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তি বিরাজমান রয়েছে।

১৩. গত ৪ অগাস্ট রাত আনুমানিক সোয়া ১১ টায় ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইলের ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের ডাংরির বন্দ এলাকায় 'বন্দুকযুদ্ধে' দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বলে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) দাবি করেছে। নিহত দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন ছিলেন গত ৭ জুলাই শোলাকিয়া ঈদগাহের কাছে হামলার সময় [৭] গুলিতে আহত হয়ে আটক শফিউল ইসলাম।[৮]

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

১৪. নিহত ১৯ জনের মধ্যে ১৭ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৯ জন পুলিশের হাতে এবং ৮ জন র‍্যাবের হাতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতনে নিহত:

১৫. এই সময়ে ১ জন পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

পিটিয়ে হত্যা:

১৬. এছাড়াও ১ জনকে পুলিশ পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহতের পরিচয় ঃ

১৭. নিহত ১৯ জনের মধ্যে ৩ জন জেএমবি'র সদস্য, ২ জনের পরিচয় জানা যায়নি এবং ১৪ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

অমানবিক আচরণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব

পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যু

১৮. পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে হয়রানি, চাঁদা আদায়, হামলা, নির্যাতন এবং হত্যা করার অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মমভাবে দমন করার কাজে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং তাদের মধ্যে এই ধারণা

[৭] গত ৭ জুলাই ঈদুল ফিতরের দিন কিশোরগঞ্জ জেলার শোলাকিয়ায় দেশের সর্ববৃহৎ ঈদগাহ ময়দানের কাছে সবুজবাগ এলাকায় মুফতি মোহাম্মদ আলী (রহ) জামে মসজিদ মোড়ে ভোর থেকে চেক পোস্ট বসিয়ে দায়িত্ব পালন করছিলেন ১০-১২ জন পুলিশ। সকাল আনুমানিক পৌনে ন'টায় নামাজ পড়তে আসা মানুষের ভিড়ে মিশে যেয়ে এক তরুণ ব্যাগ নিয়ে চেকপোস্ট পেরোনোর চেষ্টা করলে তার গতিরোধ করে দায়িত্বরত এক পুলিশ সদস্য। তখন ওই তরুণ পুলিশের ওপর চড়াও হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বোমার বিস্ফোরণও ঘটায়। এরপর পুলিশের সঙ্গে আরো কয়েকজন তরুণের গুলিবিনিময় হয়। এই ঘটনায় পুলিশের দুই কনস্টেবল জহিরুল ইসলাম তপু ও আনসারুল হক নিহত হন। পুলিশের সঙ্গে গুলিবিনিময়ের সময় আবির রহমান নামে একজন 'চরমপন্থী' এবং গোলাগুলির মধ্যে পড়ে স্থানীয় অধিবাসী ঝরণা রাণী ভৌমিক নামে একজন নারী নিহত হন। পুলিশ ও র‍্যাব অভিযান চালিয়ে গুলিতে আহত শফিউল ইসলামসহ চারজনকে আটক করে।[৭]

[৮] প্রথম আলো ৫ অগাস্ট ২০১৬

প্রবল হয়েছে যে, তারা সব কিছুর ওপরে। ২০১৩ সালে জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩' পাস হলেও এই ব্যাপারে বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একদল সদস্য কোন কিছুরই তোয়াক্কা না করে মানুষকে হয়রানি ও তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯. গত ১৯ অগাস্ট গভীর রাতে কোতোয়ালী থানার দুই এসআই তারেক ও তোফাজ্জলের নেতৃত্বে একদল পুলিশ রংপুর শহরের মাহিগঞ্জের বীরভদ্র বালাটারী গ্রামের গোলজারের বাসায় যায় এবং তাঁকে একটি মোটরসাইকেল চুরির মামলায় গ্রেফতার করে। পরে এই দুই পুলিশ কর্মকর্তা গোলজারের পরিবারের কাছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা দাবি করে। একপর্যায়ে চাপের মুখে গোলজারের পরিবার পুলিশকে আশি হাজার টাকা দেয়। বাকি টাকা ২০ অগাস্ট দেয়া হবে বলে জানানো হয়। বিষয়টি মানতে না পেরে গোলজারের বড় ভাই নুরুন্নবী পুলিশের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে নুরুন্নবীকেও চুরির অভিযোগে আটক করে পুলিশ টাকা দাবী করে। টাকা না দেয়ায় পুলিশ নুরুন্নবীকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটায়। একপর্যায়ে নুরুন্নবী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান। [৯]

ইনসেটে নিহত নুরুন্নবী ও স্বজনদের আহাজারি, ছবি: যুগান্তর

২০. *অধিকার* এই বাপারে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীর সদস্যদের দায়মুক্তির কারণে এবং তাঁদেরকে দলীয় স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করায় এবং তাঁদের চাকরিতে নিয়োগসহ পদোন্নতির প্রতিটি ধাপে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরন না করে সবকিছুকে দলীয়করণ করায় এই ধরনের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জ অভিযানে তিন সন্দেভাজন 'চরমপন্থী' নিহত

২১. গত ২৭ অগাস্ট নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়ায় একটি বাড়ির তিনতলার একটি ফ্ল্যাটে অভিযান চালায় ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ও ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট। অপারেশন টি-স্ট্রং ২৭ নামে পরিচালিত এই অভিযানে তামিম চৌধুরী (কানাডিয়ান নাগরিক), ফজলে রাব্বী ও তাওসিফ হোসেন নামে

[৯] যুগান্তর ২১ অগাস্ট ২০১৬

তিন জন সন্দেভাজন 'চরমপন্থী' নিহত হন। পুলিশের দাবি, গুলশান হামলার সমন্বয়ক ছিলেন নিহত তামিম চৌধুরী।[১০]

আটকের পর আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আটককৃতদের পায়ে গুলি

২২. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে অগাস্ট মাসে ২ জনকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আটকের পর পায়ে গুলি করেছে বলে জানা গেছে।

২৩. গত ৪ অগাস্ট যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলা শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের দুই নেতা ইস্রাফিল হোসেন ও রুহুল আমিন 'পুলিশ হেফাজতে' গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইস্রাফিল হোসেন বাম পা এবং রুহুল আমিন ডান পায়ের হাঁটুর নীচে গুলিবিদ্ধ হন। পুলিশের দাবি. গত ৪ অগাস্ট চৌগাছার বুন্দলিতলায় টহল পুলিশ অবস্থান করছিল। এই সময় ওই রাস্তা দিয়ে দুটি মোটরসাইকেল যেতে দেখে পুলিশ তাদের থামার সিগন্যাল দেয়। কিন্তু মোটরসাইকেল আরোহীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি করলে, গুলিতে দুই তরুণ আহত হন। গুলিবিদ্ধ দুই তরুনের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করে বলেন, গত ৩ অগাস্ট রাতে পুলিশ এই দুইজনকে ধরে নিয়ে যায়। ৪ অগাস্ট সকালে পরিবার দুটির সদস্যরা চৌগাছা থানায় গিয়ে হাজতখানায় ইস্রাফিল ও রুহুলকে দেখেন। পরিবার দুটির সদস্যরা ওই দু'জনকে সকালের নাস্তাও কিনে দেন। পরে রুহুল ও ইস্রাফিল গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে পুলিশই তাঁদের খবর দেয়। রুহুলের বাবা ইমদাদুল হক বলেন, সকালে তাঁর ছেলে চৌগাছা থানা হাজতে ছিল। দুপুরের দিকে পুলিশ একটি গাড়িতে করে তাঁর ছেলে ও ইস্রাফিলকে অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে যায়। জানতে চাইলে পুলিশ বলেছিল, আদালতে নেয়া হয়েছে। কিন্তু যশোর আদালতের গারদখানায় তাদের দুইজনকে পাওয়া যায়নি। পরে আবারও জানতে চাইলে পুলিশ কর্মকর্তারা নীরব থাকে। রাতে তাঁকে জানানো হয় যে, তাঁর ছেলে 'গুলিবিদ্ধ হয়েছে'। চিকিৎসাধীন রুহুল আমিন জানান, গত ৩ অগাস্ট পুলিশ তাঁদের দুইজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় এবং ৪ অগাস্ট তাঁদের গাড়িতে উঠিয়ে চোখ বেঁধে অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে।[১১] গুলিবিদ্ধ ইস্রাফিলের পিতা আব্দুর রহমান *অধিকারকে* জানান, ৩ অগাস্ট রাতে যশোর থেকে বাড়িতে আসার পথে বুন্দলিতলা থেকে পুলিশ ইস্রাফিলকে গ্রেফতার করে। ৪ অগাস্ট সকালে তিনি চৌগাছা থানায় গিয়ে থানা হাজতে ইস্রাফিলের সঙ্গে দেখা করেন এবং নাস্তা কিনে দেন। তিনি তাঁর ছেলেকে ছেড়ে দিতে থানার পুলিশ সদস্যদের অনুরোধও করেন। তিনি দুপুর ১ টা পর্যন্ত থানায় অবস্থান করেন। একপর্যায়ে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় ইস্রাফিলকে চালান দেয়া হবে। এই খবর শুনে তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। ওই দিন রাতেই তিনি লোকমুখে জানতে পারেন ইস্রাফিল গুলিবিদ্ধ হয়েছে। ইস্রাফিল বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁর গুলিবিদ্ধ বাম পা কেটে ফেলতে হয়েছে।[১২]

[১০] প্রথম আলো / নিউএজ ২৮ অগাস্ট ২০১৬

[১১] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১২] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

পায়ে গুলিবিদ্ধ ইসলামী ছাত্রশিবিরের দুই নেতা ইস্রাফিল হোসেন ও রুহুল আমিন, ছবি: নয়াদিগন্ত

২৪. বিরোধীদলকে দমন করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আটককৃতদের পায়ে গুলি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই প্রবণতাটি ২০১১ সাল থেকে শুরু হয়ে এখনও অব্যাহত আছে। বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী এবং সাধারণ মানুষও এই পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে অনেকেই পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। এইক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে।

কারাগারে মৃত্যু

২৫. অগাস্ট মাসে ২ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে। কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে অনেক কারাবন্দি মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

২৬. *অধিকার* প্রত্যেকটি কারাগারে কারাবন্দিদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করার এবং রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছে।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

২৭. ২০১৬ সালের অগাস্ট মাসে ২ ব্যক্তি গণপিটুনীতে নিহত হয়েছেন। মূলত: ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থা ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অবক্ষয়। ফলে এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

সংবাদ মাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

২৮. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সরকার কঠোরভাবে দমন করছে। সরকার এরই মধ্যে নিবর্তনমূলক জাতীয় সম্প্রচার আইন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন, পত্রিকা বন্ধের বিধান অন্তর্ভুক্ত করে প্রেস কাউন্সিল আইন (সংশোধন) এর খসড়া এবং বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)'র ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের

বিধান রেখে বিল চূড়ান্ত করেছে, যা আইনে পরিণত হলে সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রন ও নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে আরো ব্যাপকভাবে খর্ব করবে। এরই মধ্যে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সমালোচনাকারীসহ সরকারের বিরুদ্ধে যায় এমন যে কোন তথ্য প্রকাশের ফলশ্রুতিতে কথিত 'অভিযুক্তদের' বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) প্রয়োগ করছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে গোয়েন্দা নজরদারী বলবৎ করেছে। এছাড়াও নতুন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশে সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষতঃ ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরকার দলীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করছে । একমাত্র রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন বিটিভিকে সরকারি ও সরকার দলীয় খবর প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে এবং এরই অংশ হিসেবে ৪ অগাস্ট রাত থেকে ৩৫টি ওয়েব পোর্টালের সম্প্রচার বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।[১৩]

ফেসবুকে মন্তব্য করায় শিক্ষক বরখাস্ত

২৯. আইনমন্ত্রীকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে 'আপত্তিকর মন্তব্য' করার অভিযোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রভাষক শিবলী ইসলামকে গত ১ অগাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সিন্ডিকেট সভায় সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের একটি বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৩ জুলাই ফেসবুকে একটি মন্তব্য করেন শিবলী ইসলাম। সেটি আইন মন্ত্রণালযের দৃষ্টিগোচর হলে তারা ২৫ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য বরাবর একটি চিঠি পাঠায় এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা নেয়া হয়। [১৪]

সাংবাদিকদের ওপর হামলা

৩০. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ৭ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন, ৩ জন লাঞ্ছিত, ১ জন আক্রমণের শিকার এবং ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এই সময়ে সরকার ৯ জন সাংবাদিকের স্থায়ী ও অস্থায়ী এক্রেডিটেশন কার্ড বাতিল করেছে।

৩১. গত ২৬ আগস্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার মানিকাড়া গ্রামে ব্যবসায়ী ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা তরিকুল ইসলাম এর সহযোগীদের হামলায় প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আনোয়ার হোসেন দিলু, দ্য রিপোর্ট ও গৌড় বাংলার প্রতিবেদক আব্দুর রব নাহিদ, ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠির নেতা বঙ্গপাল সরদার এবং প্রথম আলো বন্ধুসভার সদস্য আলিউজ্জামান নূর আহত হন। আহতদের মধ্যে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবদেক আনোয়ার হোসেন দিলুকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আনোয়ার হোসেন দিলু *অধিকারকে* জানান, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ব্যবসায়ী ও আওয়ামী লীগ নেতা তরিকুল ইসলাম মানিকাড়া গ্রামে জমি দখলসহ দরিদ্র মানুষদের কৌশলে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করছেন এমন খবর পেয়ে তাঁরা সেখানে যান।

[১৩] প্রথম আলো ৫ অগাস্ট ২০১৬
[১৪] প্রথম আলো ২ অগাস্ট ২০১৬

খবর সংগ্রহ করে ফেরার পথে তরিকুল ইসলামের লোকজন তাঁদের ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা তাঁদের দুটি ক্যামেরা ও দুটি ফোন ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলে।[১৫]

আনোয়ার হোসেন দিলু, ছবি: প্রথম আলো

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বলবৎ ও তাঁর প্রভাব

৩২. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ২০১৬ সালেও বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই আইন সংশোধন করে ৫৭ ধারায়[১৬] বলা হয়েছে 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য এবং সংশোধিত আইনে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং একে মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৩৩. সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ফেসবুকে লেখার কারণে অগাস্ট মাসে ১৫ জনকে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ এবং ২০১৩) প্রয়োগ করে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৩৪. গত ১ অগাস্ট খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ে প্রধানমন্ত্রীসহ একাধিক মন্ত্রী ও সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি ফেসবুকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে পোস্ট করার অভিযোগে মোহাম্মদ শফিউল্যাহ (১৭) নামে এক কলেজ ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এই বিষয়ে রামগড় সার্কেল এএসপি কাজী মোহাম্মদ হুমায়ুন রশীদ বলেন, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী অনুষ্ঠানের সংবাদের বিতর্কে শফিউল্যাহ কটাক্ষ করে কমেন্ট করে, পরে তার ফেসবুক আইডি পরীক্ষা করলে তাতে প্রধানমন্ত্রীসহ একাধিক মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি ব্যঙ্গাত্মকভাবে পোস্ট করা

---

[১৫] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ প্রথম আলো ২৭ অগাস্ট

[১৬] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

অবস্থায় পাওয়া যায়। এর ফলশ্রুতিতে শফিউল্যাহর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা করা হয়েছে।[১৭]

৩৫. গত ২৮ অগাস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে নিয়ে যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে 'আপত্তিকর' মন্তব্য করার অভিযোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক দিলীপ রায়কে বিশ্ববিদ্যালযের আমতলা থেকে আটক করেছে মতিহার থানা পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে মতিহার থানায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা করা হয়েছে।[১৮] উল্লেখ্য, গত ২৭শে অগাষ্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুন্দরবনে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মানের স্বপক্ষে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরার পর দিলীপ রায় ফেসবুকে এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন।

৩৬. সুন্দরবনে কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মানের পরিবেশবাদীসহ বিভিন্ন মহল থেকে আপত্তি জানানো হচ্ছে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খসড়া অনুমোদন

৩৭. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আদালত কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত মীমাংসিত কোন বিষয় এবং বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করলে বা এই ধরনের অপপ্রচারে মদদ দিলে সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং সেই সঙ্গে এক কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় শাস্তির বিধান রেখে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। গত ২২ আগস্ট ২০১৬ এই আইনের খসড়াটি মন্ত্রীসভার বৈঠকে উঠলে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত সাপেক্ষে (ভেটিং) প্রাথমিক অনুমোদন দেয়া হয়। সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত হয় যে, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) আইনের ৫৪, ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ ধারা বাদ দিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।[১৯] ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ১৯ ধারায় মানহানি, মিথ্যা বা অশ্লীল ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি দুই বছর কারাদণ্ড, দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড প্রস্তাব করা হয়েছে।[২০]

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা ও হামলায় আহত এক ছাত্র, ছবি: প্রথম আলো

[১৭] নয়াদিগন্ত ৩ অগাস্ট ২০১৬
[১৮] মানবজমিন ২৯ অগাস্ট ২০১৬
[১৯] নিউ এজ ২৩ অগাস্ট ২০১৬
[২০] প্রথম আলা ২৩ অগাস্ট ২০১৬

সভা-সমাবেশ-মিছিলে বাধা ও হামলা

৩৮. গত ২৮ অগাস্ট ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে হলের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুয়ায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট শুরু হলে সব বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে শহীদ মিনারের সামনে জড়ো হয়। পরে ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থীরা মিছিল বের করলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলামসহ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মিছিলে বাধা দেয় এবং কয়েকজন শিক্ষার্থীকে মারধর করে। এরপর ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা মিছিল বের করে শিক্ষার্থীদের সমাবেশের মাইক কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করে। তখন সাধারণ শিক্ষার্থীরা বাধা দিলে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা করে। এই ঘটনায় সংবাদ সংগ্রহ করতে আসা মাছুম বিল্লাহ নামে একজন সাংবাদিক ও কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশ ক্যানটিনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বাধার মুখে সেই সংবাদ সম্মেলনও পণ্ড হয়ে যায়। [২১]

৩৯. *অধিকার* দেশের নাগরিকদের মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলার ঘটনা অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে কোন নাগরিকের মতামত সরকারের বিপক্ষে গেলেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাঁকে গ্রেফতার বা হয়রানি করা হচ্ছে। *অধিকার* অবিলম্বে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে এবং *সেই* সঙ্গে জনগণের স্বাধীন মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশ করার অধিকারকে দমন করা থেকে নিবৃত্ত থাকতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি অব্যাহত

সীমান্তে বিএসএফ'র হত্যাযজ্ঞ

৪০. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ২ জন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করেছে। এছাড়া ৭ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'র হাতে আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ৬ জন বিএসএফ'র গুলিতে এবং ১ জন নির্যাতনে আহত হয়েছেন।

৪১. ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে নির্যাতন করছে বা গুলি করে হত্যা করছে, এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করে হত্যা, নির্যাতন ও লুটপাট চালাচ্ছে।

৪২. গত ৫ অগাস্ট ভোর আনুমানিক ৩ টায় ঝিনাইদহের মহেশপুরের বাঘাডাঙ্গা সীমান্ত দিয়ে ইছামতি নদী পার হয়ে কয়েকজন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী ভারত থেকে গরু আনতে যান । এই সময় ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর বর্ণবাড়িয়া ক্যাম্পের টহল দল তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এতে আলম হোসেন নামে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান এবং সালাউদ্দিন ও রমজান আলী নামে দুইজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন।[২২]

---

[২১] নয়াদিগন্ত ২৯ অগাস্ট ২০১৬

[২২] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

৪৩.গত ৯ অগাস্ট ভোর রাতে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী আর্ন্তজাতিক সীমান্ত পিলার নং ১০৫৪ দিয়ে ১২/১৩ জনের একটি গরু ব্যবসায়ী দল ভারত থেকে গরু আনতে যায়। এইসময় ভারতের দ্বীপচর ক্যাম্পের টহলরত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ-৫৭) এর সদস্যরা বাংলাদেশী নাগরিকদের লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই খেতার চর গ্রামের দিনমজুর নুরুল আমিন নিহত হন এবং জাহেদুল (২২), রফিকুল ইসলাম (২৫) এবং সাদ্দাম হোসেন (২৩) নামে তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। [২৩]

সুন্দরবন বিধ্বংসী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ

৪৪. গত ২৭ অগাস্ট গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র সুন্দরনের কোনো ক্ষতি করবে না এবং সরকার এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করবে । সংবাদ সম্মেলনে বিদ্রুৎকেন্দ্রবিরোধী আন্দোলনকারীদের সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । এই বিদুৎকেন্দ্র নির্মান বাতিলের দাবী জানিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে সাধারণ জনগনসহ পরিবেশবাদী ও বাম রাজনৈতিক সংগঠন সমূহ। গত ২৯ অগাস্ট ঢাকায় রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরোধিতার জবাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাতে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব আনু মুহাম্মদ বলেন,'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্ল্যান্ট বসানো হবে এবং এতে বিদ্যুৎকেন্দ্রে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ১ দশমিক ৬ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্যমতে, বিদ্যুৎকেন্দ্রের আশেপাশের তাপমাত্রা এখনকার কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের কারণে বেশ খানিকটা বেড়ে যাবে, যার প্রভাবে সরকারী ভাষ্যমতে ১৪ কিলোমিটার দূরের সুন্দরবনও গরম হয়ে যাবে এবং নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ১ দশমিক ৬ কিলোমিটারের মধ্যে আটকে রাখা অসম্ভব এবং অবাস্তব হবে।[২৪] উল্লেখ্য গত ১২ জুলাই বহুল আলোচিত সুন্দরবনের কাছে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ চুক্তি ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন 'বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড' (বি আইএফপিসিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক উজ্জ্বল কান্তি ভট্টাচার্য ও নির্মাণ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান 'ভারত হেভি ইলেকট্রিক লিমিটড' (বিএইচইএল বা ভেল) এর মহাব্যবস্থাপক প্রেম পাল যাদব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানী বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক এলাহী চৌধুরী, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, বিদ্যুৎ সচিব মনোয়ার ইসলাম, ভারতের বিদ্যুৎ সচিব প্রদীপ কুমার পূজারী, বাংলাদেশে ভারতের হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হলে পৃথিবীর অন্যতম ম্যানগ্রোভবন সুন্দরবন এবং প্রান বৈচিত্রের ব্যাপক ক্ষতি হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

ফারাক্কা বাঁধের স্লুইস গেইট খুলে দিয়েছে ভারত

৪৫. ফারাক্কা বাঁধের[২৫] সবকটি স্লুইস গেইট খুলে দিয়েছে ভারত। এতে অন্তত ১৫ লক্ষ কিউসেক পানি এসেছে পদ্মা নদীতে। বন্যায় পানিবন্দি হয়ে পড়েছে পদ্মার আশে পাশের হাজার হাজার মানুষ। এরই মধ্যে রাজশাহী

[২৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুড়িগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ প্রথম আলো ১০ অগাস্ট ২০১৬

[২৪] প্রথম আলো ৩০ অগাস্ট ২০১৬

[২৫]১৯৬১ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা নদীর ওপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৯৭৪ সালে। ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল পরীক্ষামূলকভাবে এই বাঁধ চালু হয়। এই বাঁধের ফলে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানি অপসারণের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে বাংলাদেশের কৃষি, মৎস্য, বনজ, শিল্প, নৌ পরিবহন, পানি সরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক লোকসানের সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের প্রায় ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতি

পয়েন্টে পদ্মার পানি বিপদসীমার কাছাকাছি এসে ঠেকেছে। ভারতের বিহারসহ কয়েকটি রাজ্যকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করতে ফারাক্কা ব্যারাজের সবকটি স্লুইস গেইট খুলে দেয়া হয়েছে। ফারাক্কা বাঁধের কারনেই পদ্মার তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানির ধারণক্ষমতা নেই এই নদীর। এর ফলে ব্যাপক বন্যা শুরু হয়েছে । নাটোরের লালপুরে নতুন করে ১৫টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে বন্যার পানি অপরিবর্তিত রয়েছে। কুষ্টিয়ায় প্লাবিত এলাকায় শুরু হয়েছে নদীভাঙ্গন। আশংকা করা হচ্ছে পানির প্রবল চাপে রাজশাহীর শহর রক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে পড়তে পারে। আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে ভাটির দেশ বাংলাদেশে ভারত উজান হতে বাঁধ খুলে দেয়ায় মানুষের জীবন ও জীবিকা ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।[২৬]

ফারাক্কা বাঁধ, ছবি: গুগল ও ফারাক্কা বাঁধ খুলে দেওয়ায় কুষ্টিয়ায় পানিবন্দি মানুষ, ছবি: বাংলা ট্রিবিউন

৪৬. একদিকে ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে এবং অসমভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছে। অন্যদিকে সীমান্তে নির্বিচারে বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্যাতন-হত্যা করছে, সুন্দরবন এবং প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংস করার জন্য রামপাল বিদুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এছাড়া বাংলাদেশকে শুস্ক মৌসুমে তার পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে কৃত্রিমভাবে বন্যার সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৪৭. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপরে ও তাঁদের উপাসনালয়ে হামলার ঘটনা অব্যাহত আছে। অতীতে সংঘঠিত হামলার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া এবং সেই ঘটনাগুলো রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনাগুলো অহরহ ঘটছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ পর্যায়ে রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁদের প্রতিনিধিরা।[২৭]

হয়, যদিও পরোক্ষ হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ আরো অনেক বেশি হবে। (সূত্র: উইকিপিডিয়া) চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত এই সময়ে ১৫টি চক্রে বাংলাদেশ ১ লাখ ২০ হাজার ৮৬৪ কিউসেক পানি কম পেয়েছে। (সূত্র: মুনশী আবদুল মাননান, মরণ বাঁধ ফারাক্কা, দৈনিক ইনকিলাব, ২৭-০৮-২০১৬)

[২৬] যুগান্তর ৩০ অগাস্ট ২০১৬

[২৭] মানবজমিন ২৩ এপ্রিল ২০১৬

৪৮.গত ২ অগাস্ট শরিয়তপুর পৌরসভার আঙ্গারিয়া বাজারের কালি ও রাধামাধব মন্দিরের গেইট ভেঙ্গে দুর্বৃত্তরা ভেতরে ঢুকে একটি প্রতিমা ও পূজার সামগ্রী ভাংচুর করে। পরের দিন সকালে মন্দিরের পুরোহিত মন্দিরের গেইট ভাঙ্গা দেখে ভেতরে প্রবেশ করে এই ঘটনা দেখতে পান। [২৮]

৪৯.গত ২৩ অগাস্ট ফেনী রিপোর্টাস ইউনিটিতে ফেনী পৌরসভার ১৪ নং ওর্য়াডে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্মশান কমিটির আহ্বায়ক সুনীল চন্দ্র এক সংবাদ সম্মেলন করে জানান, জেলা আওয়ামী লীগের ক্রীড়া সম্পাদক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ১৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মোহাম্মদ মানিক ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক কোষাধ্যক্ষ হাজী ওবায়দুল হকের নেতৃত্বে একটি মহল ১৪ নং ওয়ার্ড শ্মশানের ১৭ শতাংশ জায়গা (যার বাজার মূল্য প্রায় ৪ কোটি টাকা) ও সবখোলার জমি জোরপূর্বক দখলে নিয়ে বিক্রি করার চেষ্টা করছে। শ্মশানের সেবায়েত ও পুরোহিতরা এই দখলের প্রতিবাদ করায় এরা তাঁদের বারবার মারধর করে ও হত্যার চেষ্টা চালায়। এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দিলেও পুলিশ রহস্যজনক কারনে দখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলনের খবর পেয়ে সরকারী দলের প্রভাবশালী দখলকারীদের নির্দেশে একদল দুর্বৃত্ত মোটরসাইকেল করে ১৪ নং ওয়র্ডের সংখ্যালঘু হিন্দু পাড়ায় গিয়ে ভয় দেখায়। এতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরুষরা বসতবাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় সরে যায়।[২৯]

৫০.*অধিকার* এই ঘটনাগুলোর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অবিলম্বে এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে আইনের আওতায় এনে বিচারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন

৫১.অগাস্ট মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ১৭ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

৫২.তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে সঠিক সময়ে বেতন না দেয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে।

৫৩. চট্টগ্রামের স্টেশন রোডে অবস্থিত এশিয়ান অ্যাপারেলস নামের একটি পোশাক কারখানা তিন মাস আগে চট্টগ্রাম শহরের কাট্টলি বাদামতলী এলাকায় স্থানান্তর করা হয় । ২৩ অগাষ্ট শ্রমিকরা তাঁদের ওপর নিপীড়ন ও কারখানা স্থানান্তর বন্ধ করা এবং বকেয়া বেতন দেয়ার দাবীতে কারখানার প্রধান কার্যালয়ের সামনের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এরপর পুলিশ, বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ ও মালিকপক্ষ বসে সিদ্ধান্ত নেয় ২৪ অগাস্ট দুপুর ১২ টায় এশিয়ান অ্যাপারেলসের প্রধান কার্যালয়ে বসে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এরপর ২৪ অগাস্ট সকালে শ্রমিকরা প্রধান কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে একই দাবীতে বিক্ষোভ করতে থাকলে পুলিশ এসে তাঁদের সেখান থেকে সরে যাবার নির্দেশ দেয়ার পর পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ বাঁধে। এই সময় পুলিশ টিয়াশেল ও রাবার বুলেট ছুঁড়ে এবং লাঠি চার্জ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। লাঠিচার্জ ও পুলিশের ছোঁড়া টিয়ার শেল এবং রাবার বুলেটে বেশ কয়েকজন নারী শ্রমিক আহত হন। আহত নারী

[২৮] প্রথম আলা ৩ অগাস্ট ২০১৬
[২৯] যুগান্তর ২৫ অগাস্ট ২০১৬

শ্রমিকদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। এই ঘটনায় শতাধিক নারী শ্রমিককে পুলিশ আটক করে।[৩০]

এশিয়ান অ্যাপারেলস নামের একটি পোশাক কারখানার আহত নারী শ্রমিক, ছবি: যুগান্তর

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫৪.নারীদের প্রতি সহিংসতা ব্যাপকভাবে ঘটছে এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলতে থাকায় বেশীরভাগ নারী তাঁদের ওপর সংঘঠিত সহিংসতার বিচার পাচ্ছেন না।

ধর্ষণ

৫৫.*অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে মোট ৪৩ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১১ জন নারী, ৩১ জন মেয়ে শিশু এবং ১ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১১ জন নারীর মধ্যে ৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৩১ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৪ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। একই সময়ে ৯ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫৬.গত ৫ আগস্ট ২০১৬ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার রাজ্জাকপুর গ্রামে এক শিশুকে মাহমুদুল হাসান নামের এক যুবলীগ কর্মী ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় শিশুটির বাবা বেগমগঞ্জ থানায় মামলা করতে গেলে থানার ওসি সৈয়দ সাজ্জাদুর রহমান সাজু মামলা নেননি। ৫ আগস্ট ওই শিশুকে তার বাবা স্থানীয় বাজারের একটি দোকানে সিগারেট আনতে পাঠায়। মাহমুদুল হাসান সেখান থেকে অস্ত্রের মুখে ওই শিশুকে জিম্মি করে দোকানের পেছনে নিয়ে ধর্ষণ করে।[৩১]

যৌতুক সহিংসতা

৫৭.*অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে ২১ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১২ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৯ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৫৮.গত ৭ অগাস্ট কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোটে যৌতুক হিসেবে ৫০ হাজার টাকা না পেয়ে স্বামী আবুল বাশার স্ত্রী কুলসুম আক্তারকে হত্যা করার পর তিন ও দেড় বছর বয়সের দুই শিশু সন্তনকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার চেষ্টা

[৩০] যুগান্তর ২৫ অগাস্ট ২০১৬
[৩১] দৈনিক যুগান্তর ৬ আগস্ট ২০১৬

চালায়। মুমূর্ষু অবস্থায় দুই শিশু কাউসার (৩) ও ইমন (১.৫ বছর) কে নাঙ্গলকোট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পুলিশ নিহতের স্বামী আবুল বাশার ও তার মা হালিমা বেগমকে গ্রেপ্তার করেছে। [৩২]

এসিড সহিংসতা

৫৯. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে ১ জন নারী, ১ জন বালিকা ও ২ জন পুরুষ এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৬০. গত ৫ অগাস্ট গভীর রাতে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া ইউনিয়নের দাসের হাওলা গ্রামে জানালা দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় জুলিয়া বেগম (১৫) নামে এক কিশোরীর ওপর নূর সাঈদ ওরফে নূরু (৩৫) নামে এক ব্যক্তি এসিড নিক্ষেপ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসিডে জুলিয়ার কপালের বাম পাশ এবং বাম হাতের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যায়। তাঁকে কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নুর সাঈদ ওরফে নূরু (৩৫) কে গ্রেফতার করেছে। জুলিয়ার মা শিরীন বেগম জানান, প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দু'মাস আগে নূর সাঈদ নূরু জুলিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, এতে জুলিয়া রাজি না হলে আগে অপহরণের চেষ্টা করতে ব্যর্থ হয়ে তার ওপর এসিড ছোঁড়া হয় ।[৩৩]

এসিডদগ্ধ জুলিয়া বেগম, ছবি: অধিকার এর সংগৃহীত

যৌন হয়রানি

৬১. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী অগাস্ট মাসে মোট ১২ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন নিহত, ১ জন আহত, ৩ জন লাঞ্ছিত ও ৭ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এইসময় যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে যেয়ে ২ জন পুরুষ বখাটেদের হাতে আহত হয়েছেন।

৬২. নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার উদয়পুর মিতালী উচ্চবিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী তানিয়া খানম সাথীকে প্রতিদিন বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে মোহাম্মদ রাসেল মিয়া নামের এক যুবক উত্ত্যক্ত করতো। গত ৮ অগাস্ট স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাসেল জোরপূর্বক তানিয়ার শ্লীলতাহানী করার চেষ্টা করলে তাঁর চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসলে রাসেল পালিয়ে যায়। এই ব্যাপারে মামলা হলে পুলিশ রাসেলকে গ্রেপ্তার করে।[৩৪]

---

[৩২] মানবজমিন ১০ অগাস্ট ২০১৬

[৩৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পটুয়াখালীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/দৈনিক যুগান্তর ৭ আগস্ট ২০১৬

[৩৪] মানবজমিন ৯ অগাস্ট ২০১৬

৬৩. গত ২৪ অগাস্ট ঢাকার উইলস্ লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সুরাইয়া আক্তার রিশা (১৪) কে ঢাকার কাকরাইলের স্কুলের সামনের ফুট ওভারব্রিজে ছুরিকাঘাত করে ওবায়দুল খান নামে এক দুর্বৃত্ত। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২৮ অগাস্ট সুরাইয়া আক্তার রিশা মারা যান। ওবায়দুল খান প্রায়ই রিশাকে উত্ত্যক্ত করতো বলে জানা গেছে। [৩৫] পুলিশ ওবায়দুল খানকে নীলফামারী জেলা থেকে গ্রেপ্তার করেছে। [৩৬]

নিহত সুরাইয়া আক্তার রিশা, ছবি: যুগান্তর

অধিকারের কর্মকাণ্ডে বাধা

৬৪. বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর চরম হয়রানি করছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে *অধিকার* এর ওপর হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ওপর *অধিকার* প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে পরবর্তীতে আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। আদিলুর এবং এলানকে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন কারাগারে আটক রাখা হয়। *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য দুই বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই তাঁদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

[৩৫] যুগান্তর ২৯ অগাস্ট ২০১৬
[৩৬] প্রথম আলো অন লাইন ভার্সন ৩১ অগাস্ট ২০১৬

সুপারিশসমূহ

১. মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনা এবং গণতন্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করার উদ্যেগ নিতে হবে।

২. সরকারকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সভা-সমাবেশ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ, নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুমসহ সমস্ত নাগরিক অধিকার হরণমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং বন্ধ করে দেয়া ৩৫ টি ওয়েব পোর্টাল খুলে দিতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুলো মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। প্রবীণ সাংবাদিক শফিক রেহমান, দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এবং নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাসহ রাজনৈতিক কারণে আটককৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ এর বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নিবর্তনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহতকারী ইন্টারনেটের ওপর নজরদারী বন্ধ করতে হবে।

৪. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৬. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ভাষা বা ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. *অধিকার* তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তোলার ব্যাপারে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা

গ্রহণ করতে সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে। শ্রমিকদের মানবাধিকার লংঘন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ দিয়ে তাঁদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

৮. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৯. ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে নির্মানাধীন সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদুৎ প্রকল্প বন্ধ করতে হবে। আন্তর্জাতিক নদীর ওপর অবৈধভাবে শুধুমাত্র ভারতের স্বার্থে ফারাক্কা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো বন্ধ বা খুলে দেয়া চলবে না।

১০. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় এবং সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে।